দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 06 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বেসরকারি ভর্তি ও টিউশন ফি লাগামহীন

নীতিমালার বিকল্প নেই

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ও টিউশন ফি উচ্চ হারে আদায়ের অভিযোগ নতুন নয়। কোনো নীতিমালা না থাকায় কৌশলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গলাকাটা ভর্তি ও টিউশন ফি আদায় করে বাণিজ্য করছে। দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়টি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার নামে বাণিজ্যে মেতে ওঠে, তখন এর সফলতা নিয়ে গর্ব করার কিছু থাকে না। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তথ্যানুযায়ী, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফি, টিউশন ফি ও শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। তা ছাড়া ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচ্চহারে ফি নেওয়ার হাজার-হাজার অভিযোগ আসে কমিশনে। কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিবছরই সব ফি বৃদ্ধি করে বলে অভিযোগ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। আরও দুঃখজনক হচ্ছে– দুই দশকের বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ভর্তি-টিউশন ফি-সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা তৈরি করতে পারেনি সরকার। বিভিন্ন অভিযোগের পর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি-সংক্রান্ত একটি নীতিমালা করা জরুরি উল্লেখ করে ২০১৩ সালের অক্টোবরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি সুপারিশ পাঠায় ইউজিসি। ইউজিসির প্রস্তাবিত নীতিমালা তিন বছরেও আলোর মুখ দেখেনি। এ সুযোগ নিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে গলাকাটা ফি আদায় করা হচ্ছে, যা শিক্ষাবাণিজ্যের মধ্যেই পড়ে। এই পরিস্থিতি দেশের শিক্ষা খাতের জন্য শুধু শঙ্কাজনক নয়, সুশিক্ষার জন্য প্রধান প্রতিবন্ধকও।

ইতোমধ্যে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়। মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা লাভের পথ সুগম করতে বিভিন্ন ফি ও চার্জ সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে। দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য বন্ধ করতে চলতি মৌসুমেই একটি স্বচ্ছ শিক্ষাবান্ধব নীতিমালা জরুরি। অন্যদিকে গলাকাটা ফি আদায়ের যে অভিযোগ উঠেছে তা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে শাস্তি নিশ্চিত করতে পারলেই শিক্ষার নামে লাগামহীন বাণিজ্য বন্ধ হবে– এমনই অভিমত অভিজ্ঞজনদের।